সংবাদ প্রতিদিন

কলকাতা ◆ ১৪ এপ্রিল ২০১২ শনিবার ১ বৈশাখ ১৪১৯ ◆ ৩.৫০ টাকা ◆ ষাট পাতা

sangbadpratidin.in, epratidin.in Printed simultaneously from Kolkata, Siliguri & Barjora

বর্ষবরণে একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনায় 'স্বর্ণযুগ' ফেরানোর ডাক

চক্রান্তের বাধা মানব না : মমতা

বড়জোড়ায় সরকারি কয়লা উত্তোলন প্রকল্পের সূচনা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। রয়েছেন কেন্দ্র ও রাজ্যের মন্ত্রীরাও। শুক্রবার। —সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

কিংশুক প্রামাণিক

দুর্গাপুর ও বড়জোড়া : "কোনও বাধাই মানব না। চক্রান্ত রুখে উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে।" বর্ষবরণের মুহূর্তে, শুক্রবার শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে ঠিক এভাবেই উন্নয়নের সুর বেঁধে বাংলায় স্বর্ণযুগ ফেরানোর বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, "অপপ্রচারের পরোয়া করি না। উন্নয়ন করবই। আমার চলার শেষ নেই। সেদিনই থামব, যেদিন মানুষ থামতে বলবেন। আমার কোনও পরিবার নেই। মা ছিলেন, তিনিও চলে গিয়েছেন। মানুষই আমার কাছে সব থেকে বড় পরিবার। মানুষের জন্যই উন্নয়ন করে যাব।" এদিন দুর্গাপুরে হস্তশিল্প হাট, বেসরকারি প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, নতুন ট্রেন এবং বড়জোড়ায় সরকারি কয়লা উত্তোলন প্রকল্প, কিষান ক্রেডিট কার্ড-সহ বহু প্রকল্পের সূচনায় দুর্গাপুর ও বড়জোড়ায় এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে ঘিরে ব্যাপক উন্মাদনা ছিল শিল্পাঞ্চলে। শ্রমিক থেকে কৃষক, ছাত্র থেকে যুব, আদিবাসী থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাতারে কাতারে মানুষ ঢল নামান তাঁর কর্মসূচিতে। কিছুদিন আগেই প্রয়াত হয়েছেন বাঁকুড়ার প্রবীণ নেতা তৃণমূল বিধায়ক কাশীনাথ মিশ্র। এদিন বড়জোড়ার অনুষ্ঠানে গভীর শোকপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে তাঁর স্ত্রী মিনতিদেবীকে ফোন করে পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

একদিকে উন্নয়ন, অন্যদিকে লাগাতার সরকারের সমালোচনা ও কুৎসা। এসবের জবাব দেওয়ার জন্য এদিন উন্নয়নের মঞ্চকেই বেছে নেন মমতা। সিপিএম ও সমালোচকদের আক্রমণ করে বলেন, "আপনারা ঘুমিয়ে থাকুন। খেতে দেব, পরতে দেব, আতিথেয়তা দেব। কিন্তু উন্নয়নের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে দেব না। চক্রান্তকারীদের বাংলার মানুষ ক্ষমা করবে না। আপনাদের কাজে তো বাধা দিইনি। কী করলেন ৩৪ বছরে? শুধু জোর করে জমি দখল করার প্রতিবাদ করেছিলাম।" মমতা বলেন, "কোনও লাভ নেই। আপনাদের আর ফিরে আসা হবে না। মানুষ ফিরে আসার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। এক বছরে সব প্রতিশ্রুতি পালন করেছি। বাকি চার বছরে বাংলায় স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনব। ওদের সঙ্গে আমাদের পারফরমেন্স মানুষ মিলিয়ে নেবেন।" নোনাডাঙা-সহ বিভিন্ন ঘটনায় প্রশাসন যে ভূমিকা নিয়েছে, তা সমর্থন করে মুখ্যমন্ত্রী কারও নাম না করে বলেন, খুন করলে গ্রেফতার তো হবেই। খুনিদের কোনও ক্ষমা নেই। খুনির কোনও জাতও নেই। আইনের পথে শাস্তি হবেই। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ক্ষুদ্রশিল্প দফতরের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার প্রচেষ্টায় দুর্গাপুরে গড়ে ওঠা হস্তশিল্প হাটের উদ্বোধন করা হয়। মমতার পাশে ছিলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী মুকুল রায়, শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক।

দুয়ের পাতায়